সরস্বতী পূজা

রামদাস আচার্য

মাঘের পঞ্চমীতে এসেছ তুমি–
বিদ্যার দেবী সরস্বতী রূপে,
বিদ্যা দিয়ে করেছ তুমি
মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ।

সময়ের পথ পরিক্রমায় বছর ঘুরে আমাদের সামনে হাজির হয় শুক্লা পক্ষের পঞ্চমী তিথি। হিন্দু ধর্মালম্বী বিদ্যার্থীগণ এই তিথিতে বাগ্ দেবীর অর্চনা করে থাকে। তাই বাগ্ দেবীর কৃপা প্রত্যাশায় প্রতিবারের ন্যায় এবারও সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। আর এই শুভালগ্নে মায়ের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সব হিন্দু শিক্ষার্থীদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাই তো সবার মুখে ধ্বনিত হয়–

'সরস্বতীং মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালক্ষী বিদ্যাংদেহী নমোহস্ততেঃ।

পূজা কি? পূজা হল ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা। পূজার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের শক্তিকে জাগ্রত করি। পূজার অপর নাম হল ঈশ্বরের আরাধনা। জীব যখন ব্রহ্মে মিলে তখন তার মনে আনন্দের ফল নামে। হিন্দুরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস করে। তাই আমরা মূর্তির সামনে ঘট স্থাপন করে পূজা করি। অনেকের ভ্রান্ত ধারনা হল হিন্দুরা মাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে পূজা করে। কিন্তু পূজা মানেই তো ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কল্পনা করে তাঁর শক্তিকে জাগ্রত করে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায়–

Thought is impossible without image. অর্থাৎ মূর্তি ব্যতিত চিন্তা করা অসম্ভব। সামনে লক্ষ্য বস্তু না থাকলে চিন্তা করা খুব কঠিন।

হে মাতা সরস্বতী
মানুষের হৃদয়কে করে দাও শ্বেত।
শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এসেছ বিদ্যাদেবীরূপে
জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ করে মোদেরকে।

জ্ঞান অনন্ত ও অসীম। এই অনন্ত জ্ঞানের দেবীই সরস্বতী। সকল প্রকার বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী তিনিই। তাইতো সকল হিন্দু শিক্ষার্থীদের সরস্বতী দেবীর আরাধনায় ব্রত হওয়া উচিত।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের পূজারী। আমাদের আরাধ্য দেবী হচ্ছে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। আর বিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমাদের উপাসনার মন্দির। শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার পূজার উপকরণ হলো ফল, ফুল, বিল্বপত্র, চন্দন, প্রভৃতি আর শিক্ষার্থীদের পূজার উপকরণ হলো তাদের পাঠ্যপুস্তক, লেখনী, কালি, পেন্সিল ইত্যাদি। জ্ঞান বস্তুটি কি? বিদ্যা কি? জ্ঞানের ব্যাখা করা যায়– Eduction is maniofestation of the perfection already in man. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে অনন্ত গুণ-জ্ঞান শক্তিরূপিনী পরিপূর্ণতা বিদ্যমান তার প্রকাশ বিকাশের পদ্ধতি ও উপায় হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান বা বিদ্যা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের জানা উচিত তারা দ্বীন, হীন ও প্রতিভাহীন নয়। একটি প্রকান্ড বটবৃক্ষ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে সর্বতুল্য একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে তেমনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সূক্ষ্মাকারে নিহিত আছে শাশ্বত জ্ঞান, গুণ, যোগ্যতা ও মহত্ব। প্রকৃত শিক্ষার-মাধ্যমে তাদেরকে ধীরে ধীরে উপরোক্ত শব্দগুলো–প্রকাশ করতে হবে শিক্ষার্থীদের অন্তরস্থল হতে।

প্রবাদ আছে Knowledge is power অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি, আবার সনাতন ধর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জ্ঞানং লব্ধা পরাংশান্তি মচরি নাধিগ স্মৃতি অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করলে পরম শান্তির অধিকারী হওয়া যায়।

বীণা হাতে এসে তুমি
যে সুর করেছো দান,
অজস্র বিদ্যার্থীর কণ্ঠে তা–
আজও অম্লান।

পুস্তকাদি হতে শিক্ষার্থীদের সামান্য প্রেরণা ও সাহায্য লাভ করে মাত্র কিন্তু তার পূর্ব নিহিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করতে পারে মহৎ কিছু, যেমন বৈজ্ঞানিকরা তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে কি মহাশক্তির অধিকারী হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করতে পারছি। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, আকাশে উড়তে পারছি।

নিউটনের গভীর চিন্তা ও মননের মধ্য দিয়ে মহাসত্য তত্ত্ব law of Gravitation আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার যদি জ্ঞান শক্তি অপব্যহার করি তাহলে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর একটি বিশাল প্রান্তকে ধ্বংস করা যায়। যেমন হাইড্রোজেন বোমার মত মরণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকা শহরের অবস্থা হয়েছিল বিরূপ। যেখানে এখনও পর্যন্ত কোন বিশুদ্ধ বাতাস নেই।

হে শ্বেত শুভ্র মাতা সরস্বতী।
শ্বেত হংস বাহনে, শ্বেত বস্ত্র ধারনী।
পাপ মুছে মা শ্বেত করে দাও।
আমাদের এই ধরণী।

তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করে এবং শান্তির পথ বেছে নেয়ার জন্য শ্বেত দেবীর আরাধনায় ব্রতী হই। কারণ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ অসত্য ও অসুন্দরকে বর্জন।